জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

অধিভুক্তি সংক্রান্ত সংশোধিত রেগুলেশন ২০১৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর ৪৬ নং ধারা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের তফসিলে বর্ণিত প্রথম সংবিধির ২ নং ধারার আওতায় কলেজসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি সংক্রান্ত সংশোধিত রেগুলেশন প্রণয়ন করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধির বিধান সাপেক্ষে কলেজসমূহের অধিভুক্তি লাভ, অধিভুক্তি বাতিল এবং অধিভুক্তি নবায়ন এই রেগুলেশন ধারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই রেগুলেশন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

১। **ডিগ্রী (পাস) শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ একাদিক্রমে তিন শিক্ষাবর্ষ ব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ডিগ্রী পাস শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতির মেয়াদ চলতি সন পর্যন্ত থাকিতে হইবে।

(২) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের নিজস্ব অখন্ড জমি থাকিতে হইবে এবং উক্ত জমির ওপরই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেজিস্ট্রিকৃত জমির দলিল ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি থাকিতে হইবে।

সাধারণতভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	০.৫০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.২৫ একর
(গ) মফস্বল এলাকায়	২.০০ একর

(৩) (ক) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ থাকিতে হইবে। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় পৃথক কক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ১০ (দশ)টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকগণ সরকারী বেতন সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সাধারণতঃ এমপিওভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডিগ্রী শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

(৪) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৫) যে সকল বিষয়ে ডিগ্রী (পাস) শিক্ষাকার্যক্রম চালু করার আবেদন করা হইতেছে ঐ বিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে ন্যূনতম ৩ (তিন) জন করিয়া যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষাকার্যক্রমে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং একজন প্রদর্শক কর্মরত থাকিতে হইবে।

(৬) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সরকারী নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সুবিধা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাড়ীভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ইত্যাদি প্রদানের সংগতি ও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কলেজে কর্মরত সকলের বেতনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে।

(৭) কলেজের রিজার্ভ ফান্ড এবং জেনারেল ফান্ডের প্রত্যেকটিতে কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে যথাক্রমে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৮) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের অডিট রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হইবে।